ওহাবিয়ত প্রচারে নবকৌশল

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

ওহাবিয়ত প্রচারে নবকৌশল

পীরে তরিকত রাহনুমায়ে শরিয়ত উস্তাযুল উলামা মুহিউসসুন্নাহ
সুলতানুল মোনাজিরীন হযরতুল আল্লামা
অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মা.জি.আ.)

প্রতিষ্ঠাতা
সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসা
গাউছিয়া খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরীপ্রশিক্ষণকমপ্লেক্স
গাউছিয়া দারুল ক্বিরাত বাংলাদেশ, সদরদপ্তর সিরাজনগর
গাউছিয়া দেওয়ানীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা সিরাজনগর
আঞ্জুমানে ছালেকীন বাংলাদেশ
নির্বাহী চেয়ারম্যান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।
মোবাইল- ০১৭১১-৩২৭৮৪৯, ০১৭১১-৩২৯৩৩৬

প্রকাশনায়
ডা. মোহাম্মদ ফারোক মিয়া
পরিচালক
দি ল্যাব এইড হাসপাতাল,হবিগঞ্জ, ০১৭১২-৭৬৭১৬৪
মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম
মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ
সর্বপিতাঃ মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ নূর মিয়া
বড় বহুলা, মোল্লাবাড়ি, হবিগঞ্জ।
আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল মুহিত
খলিফা, সিরাজনগর দরবার শরীফ।

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১৪ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৫ইং
রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি

সর্বসত্ত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

বর্ণবিন্যাস মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের মিছবাহ
শিক্ষক, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা
০১৭১৫-৫৮২০৪৫

পরিবেশনায় মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল আবছার চৌধুরী কাজির
প্রভাষক: সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা
মাওলানা আমিনুর রহমান আফরোজ
অর্থ সম্পাদক, গাউছিয়া করিমীয়া ক্বারী সোসাইটি বাংলাদেশ
হাফেজ মাওলানা আলমগীর হোসাইন
শিক্ষক, গাউছিয়া দেওয়ানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা সিরাজনগর

প্রচারে আঞ্জুমানে ছালেকীন বাংলাদেশ এর পক্ষে
আলহাজ্ব মৌলভী মোহাম্মদ মোতাহের হোসেন
রাউতগাও, শমসেরগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

প্রাপ্তিস্থান **গাউছিয়া বুকস হাউস,** তরাজ ম্যানশন, শ্রীমঙ্গল
মামুন রেজা লাইব্রেরি, নজির মার্কেট, হবিগঞ্জ
হাবিব লাইব্রেরি, মৌলভীবাজার
সা'দ রেজা লাইব্রেরি, শায়েস্তাগঞ্জ,
হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান
০১৭৩১-০১৯১৩৮
জাগরণ প্রকাশনী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম,
০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

মূল্য বিশ টাকা

প্রকাশকদের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গত ১১/০৩/২০১৪ইং তারিখে চুনারুঘাটের আমরোডস্থ ঘনশ্যামপুর লতিফিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসায় স্থানীয় ইকবাল মিয়াছাবের তত্ত্বাবধানে কথিত এনায়েত উলাহ আব্বাসী নামীয় পীরের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এক প্রশ্নের জবাবে পীর আব্বাসী (?) 'জখিরায়ে কেরামত' কিতাবের উদ্ধৃতি টেনে তাশাহহুদ সংক্রান্ত বক্তব্যের সাফাই গাইতে গিয়ে বলেন– 'নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র খেয়াল করতে হবে আল্লাহর। এমনকি আল্লাহর পরে যে নূর নবীর স্থান সে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার খেয়ালও করা যাবে না।' এমন ভ্রান্ত আকিদার পক্ষে লিখিত পুস্তকের সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লামা সিরাজনগরীকে উদ্দেশ্য করে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষা প্রয়োগের প্রয়াস চালায় এবং ১০ লক্ষ টাকার বাহাসের চ্যালেঞ্জ প্রদান করে। নতুবা শরিয়তের গোসল দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়নের অভূতপূর্ব জঙ্গি হুমকি প্রদান করে এবং পরবর্তীতে হোটেল আল-আমীনে কথিত পীর আব্বাসী– আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শাহ আহমদ রেজখাঁন আলাইহির রহমতকে কাফের ফতোয়া দেয়। আল্লামা সাহেব কিবলা সিরাজনগরীকে ভ্রান্ত ও কাফের ফতোয়া দিয়ে অসত্য, অশালীন, অমার্জিত, অহংকারী ভাষা ব্যবহার করে।

তথাকথিত ভণ্ড পীর আব্বাসী এ জঘণ্য উক্তি করার পর থেকে চুনারুঘাটের জমিনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ জনগণের মধ্যে শুরু হয় তীব্র প্রতিবাদের ঝড়।

সম্মানিত দেশবাসী, সুন্নি নামের মেকি লিবাসে নজদি ওহাবি আকিদার অনুসারী কথিত পীর আব্বাসী কর্তৃক ঘনশ্যামপুর লতিফিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার সম্মেলনের বক্তব্যের জের ধরে চুনারুঘাট উপজেলার আপামর সুন্নি জনসাধারণ ও ইকবাল মিয়াছাবের মাধ্যমে আব্বাসীর সাথে ইতোমধ্যে বাহাস করার একটি মধ্যস্থতাকারী কমিটি গঠন করা হয়। যার বিবরণী আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হল।

মধ্যস্থতাকারীদের বর্ণনা

প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ

২৬ মার্চ, ২০১৪ইং তারিখের 'দৈনিক আজকের হবিগঞ্জ' পত্রিকায় 'জৈনপুরের পীরের কাছে বাহাসের তারিখ নিতে আসেনি শ্রীমঙ্গলের পীর' শীর্ষক 'দৈনিক ইনকিলাব' কর্তৃক মিথ্যা সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ ছাপানো হয়েছে। যার বর্ণনা আপামর সুন্নি জনতার কাছে পেশ করছি। যাতে পাঠক মহল সত্য-মিথ্যা যাচাই করে কথিত আব্বাসীর হাল-হাকিকত ও তার দৌড়ের শেষ কোথায় জানতে পারবেন। পত্রিকার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

'গত ২৩ মার্চ 'দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠার ৭ ও ৮নং কলামে 'জৈনপুরের পীরের কাছে বাহাসের তারিখ নিতে আসেনি শ্রীমঙ্গলের পীর' শীর্ষক প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সংবাদটি সত্যের অপলাপ ও মিথ্যার বেসাতি দিয়ে ভরা। তাই আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ বাহাস অনুষ্ঠানের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রকৃত সত্য ও সঠিক বিষয়টি নিম্নে উপস্থাপন করলাম–

গত ১১ মার্চ চুনারুঘাটের আমুরোডস্থ ঘনশ্যামপুর ইকবাল মিয়াছাবের বাড়ির লতিফিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসায়, ইকবাল মিয়াছাবের তত্ত্বাবধানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় এক প্রশ্নের জবাবে দাওয়াতি আলেম এনায়েত উল্লাহ আব্বাসী বলেন– 'নামাজের মধ্যে আল্লাহর পর যে নূর নবীর স্থান সে নূর নবীর খেয়ালও করা যাবে না।' এ ভ্রান্ত আকিদাসম্পন্ন কিতাবাদীর সাফাই গেয়ে ১০ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ প্রদান করে এবং আল্লামা সিরাজনগরীকে তাচ্ছিল্য ভাষায় ইনডিকেট করেন।

পরের দিন ১২ মার্চ ঘনশ্যামপুরের অনতিদূরে ময়নাবাদ হাফিজিয়া মাদ্রাসার এক বিশাল সুন্নি মহাসম্মেলনে আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব এনায়েত উল্লাহ আব্বাসীর বাহাসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন ১১১১১১১ টাকায়। সে মতে সিরাজনগরী হলেন ২য় পক্ষ। এনায়েত উল্লাহ হলেন চ্যালেঞ্জকারী হিসেবে ১ম পক্ষ।

আমরা ১৩ মার্চ– মহিউদ্দিন আখঞ্জি ও মাওলানা ওমর ফারুকদ্বয় ইকবাল মিয়াছাবের চুনারুঘাটস্থ বাসায় যাই। বাহাসের বিষয়ে আলোচনা করি। মিয়াছাব বলেন– ২০ মার্চ এনায়েত উল্লাহ সাব মাধবপুরের হোটেল আল-আমীনে থাকবেন। আপনারা হোটেল আল-আমীনে যাবেন, আমিও যাব। আমরা বললাম– চ্যালেঞ্জ হয়েছে ঘনশ্যামপুরে, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হয়েছে ময়নাবাদে। আমরা আল-আমীন হোটেলে যাব কেন? তা হয় না। যেখানে চ্যালেঞ্জ হয়েছে সেখানে কথা হবে। তাহলে ২০ মার্চ এনায়েত আব্বাসী হোটেল আল-আমীনে কিসের আস্ফালন দেখালেন? ইকবাল মিয়াছাব সত্য কথাটি লুকিয়ে রাখলেন কোন স্বার্থে? আর এনায়েত আব্বাসী (?) ঘনশ্যামপুরের চ্যালেঞ্জের কথা থেকে সরে স্ববিরোধী বক্তব্যে নিজেকে দ্বিতীয় পক্ষ হওয়ার কথা বলেন কোন দুর্বলতার কারণে? ১২ মিনিটের ক্যাসেটে শুনা যায় এনায়েত উল্লাহ সাহেব আ'লা হযরত ও সিরাজনগরীকে কাফের ফতোয়া দিয়ে ইকবাল মিয়াছাবকে বাহাসের পরিবেশ সৃষ্টি করার পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু ইকবাল মিয়া ছাব সুক্ষ্মভাবে বাহাসের বিষয় এড়িয়ে যেতে থাকেন। তাই নবী প্রেমিক জনতা ২১ মার্চ আমরোডবাজারে এক বিশাল প্রতিবাদ সভার আহ্বান করেন। কিন্তু সকাল ১১ ঘটিকায় ইকবাল মিয়াছাব, সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আহম্মদাবাদ ইউনিয়নের স্থানীয় সভাপতি জনাব ইয়াছিন তালুকদারকে আমরোডের নিজ দোকানে ডেকে নেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন– মৌলানা ইসমাইল, জনাব বাবুল মিয়া, হাফিজ আবুল বাশার প্রমূখ। ইকবাল মিয়াছাব বলেন– যে বিষয়ের বাহাসের পরিবেশের জন্য আপনারা প্রতিবাদ সভা করতে চান সে বাহাসের

একটা পরিবেশ আমি করে দিব। প্রতিবাদ সভা করার কি দরকার? সে মর্মে বাহাসের পরিবেশের শর্তে সুন্নি জনতা মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার মাধ্যমে সভা সংক্ষিপ্ত করেন। কিন্তু ইকবাল মিয়াছাবের কাছে তার কথা মত বাহাসের তারিখের জন্য ২৩ মার্চ ইয়াছিন তালুকদার সাহেব তার কাছে গেলে ইকবাল মিয়াছাব বাহাসের প্রসঙ্গ আবারও এড়িয়ে যান এবং বলেন– ইনকিলাব পেপারের মর্মানুসারে আপনারা পত্রিকার সূত্র ধরেই এনায়েত উল্লাহর সাথে যোগাযোগ করুন।

মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আমাদের কথা হল– এ ছলচাতুরী কেন? এনায়েত উল্লাহ যেখানে ইকবাল মিয়াছাবকে বাহাস পরিবেশের পূর্ণ দায়িত্ব দিলেন এবং তার তত্ত্বাবধানেই চ্যালেঞ্জ হল সে মিয়াছাব এখন সটকে পড়েন কেন? তাহলে কি প্রমাণ হয় না 'ডালমে কুচ কালা হ্যায়'? আমরা মনে করি চোরকে গর্তে ধরতে হয়। যেখানে নামাযে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করা যাবে না বলে ঈমান চুরি হল– সেখানকার তত্ত্বাবধানে যিনি ছিলেন তিনি (ইকবাল মিয়াছাব) যদি তারিখ ও বাহাসের পরিবেশের সুযোগ না দেন তাহলে বাহাসের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে আমরা কার কাছে যাব?

বাহাসের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আমরা বলতে চাই– আল-আমীন হোটেলে বাহাসের তারিখ নেয়ার কোন তারিখ নির্ধারিত ছিল না। তথায় এনায়েত উল্লাহ ভক্ত পরিবেষ্টিত মিথ্যা আস্ফালন করেছেন মাত্র। নতুবা তার প্রতিনিধি ইকবাল মিয়াছাব বাহাসের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ না নেয়াতে বাহাসের তারিখও হয় নাই, সিরাজনগরী সাহেব যাওয়ারও কোন কথা হয় নাই। অথচ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সিরাজনগরী কেন আল-আমীন হোটেলে বাহাসের তারিখ আনতে গেলেন না? আরেক পত্রিকায় দেখা যায় বাহাস হল না। পরস্পর বিরোধী সংবাদগুলো প্রত্যক্ষ করে কি হাসির উদ্রেক হয় না?

ঘটনা ঘটেছে ঘনশ্যামপুরে। তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইকবাল মিয়াছাব। বাহাসের পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন তিনি। সেই ইকবাল মিয়াছাবই বার বার বাহাসের পরিবেশ সৃষ্টির পথ থেকে সরে যান।

অথচ পত্রিকায় মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করা হয়। এহেন মিথ্যা বানোয়াট ও সত্যের অপলাপের প্রতি আমরা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ এবং বাহাসের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে আহ্বান জানাই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত চুনারুঘাট উপজেলার পক্ষে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিবর্গ–

১. আলহাজ্ব ইয়াছিন তালুকদার, ২. মোহাম্মদ মহি উদ্দিন আখঞ্জী, ৩. মাওলানা উমর ফারুক, ৪. মোহাম্মদ বাবুল মিয়া, ৫. আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুস শহিদ, আমরোড, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

সম্মানিত সুন্নি মুসলমান, কথিত এনায়েত উল্লাহ আব্বাসীর ১২ মিনিটের বক্তব্য নিশ্চয় আপনারা শুনেছেন। এ বক্তব্যে আব্বাসী স্পষ্টভাষায় বাহাসের সমস্ত দায়-দায়িত্ব ইকবাল মিয়াছাবের উপর ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং হোটেল আল-আমীনে বাহাসের তারিখ আনতে যাওয়ার জন্য কে কার সাথে তারিখ করেছিল? কে তারিখ দিয়েছিল? এর সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য আব্বাসীরা পত্রিকায় দিতে পারে নাই। বরং বিভিন্ন পত্রিকায় শুধুমাত্র মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেই সুন্নি জনতাকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে।

আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই। হোটেল আল-আমীনে তারিখ আনার জন্য সিরাজনগরী বা তাঁর কেউ যাওয়ার কোন কথা ছিল না। এ সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে বাহাসের মধ্যস্থতাকারী ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল ২৬/০৩/২০১৪ইং তারিখে **'দৈনিক আজকের হবিগঞ্জ'** পত্রিকার বিবৃতির দ্বারা।

পাঠকবৃন্দ! ইকবাল মিয়াছাব ২০ মার্চ ২০১৪ইং তারিখে গুরুজনের সাথে দেখা করার জন্য হোটেল আল-আমীনে যান। ইকবাল মিয়াছাবের উপস্থিতিতে হোটেল আল-আমীনে এনায়েত উল্লাহ আব্বাসী প্রশ্ন করেন কই? সিরাজনগরী বা তার প্রতিনিধি দল কোথায়? তারা আসল না কেন? অথচ ইকবাল মিয়াছাব একটি বারের জন্যও সত্য কথাটি বললেন না যে, সিরাজনগরী বা তার প্রতিনিধি

কেউ হোটেল আল-আমীনে আসার কোন কথা ছিল না। ইতোমধ্যে বাহাসের যারা মধ্যস্থতা করেছেন তারাও বলেছেন যে, সিরাজনগরী বা তাঁর কেউ হোটেল আল-আমীনে যাওয়ার কথাই ছিল না। অথচ এনায়েত উল্লাহ প্রশ্ন করেন সিরাজনগরী বা তাঁর পক্ষে কেউ আসল না কেন? এ প্রশ্নটাকেই বাহাদুরীর মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করে 'বাঘ নাই বনে শিয়াল রাজা'র হাস্যকর মূর্তি ধারণ করল। আব্বাসী বলতে থাকল– 'সিরাজনগরী আসবেন না। ১৯৯৮ইং সনে সিরাজনগরীর পীরভাই বাহাদুর শাহ পালিয়ে গিয়েছিল। সিরাজনগরীর সাথে আমি বাহাস করতে হবে না। আমার টীম সেখানে থাকবে আমিও থাকব। আমরা আহমদ রেজাখাঁন ও সিরাজনগরীকে কাফের বলব। সিরাজনগরীকে মুসলমান বানাব। আমি হব ২য় পক্ষ। সে হবে ১মপক্ষ। আমি আমরোডী পীরছাবকে আমার দায়িত্ব দিলাম।'

প্রিয় পাঠক! হোটেল আল-আমীনের বাহাদুর? এনায়েত উল্লাহর ২০/০৩/২০১৪ইং তারিখের ১২ মিনিটের বক্তব্যের ক্যাসেটে যা স্পষ্ট ধরা পড়ল তা হল এই–

১. আব্বাসী বাহাসের দ্বিতীয় পক্ষ হতে চান। অথচ প্রথম বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিল এনায়েত উল্লাহ নিজেই। সুতরাং নিয়ম মোতাবেক তিনিই হবেন প্রথম পক্ষ। আর বাহাসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন আল্লামা সিরাজনগরী। নিয়ম মুয়াফিক সিরাজনগরী হবেন দ্বিতীয় পক্ষ। কিন্তু ক্যাসেটে শুনা যায় আব্বাসী দ্বিতীয় পক্ষ হতে চায়। কিসের ভয়ে? থলের বিড়াল বের হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা নয় তো? নাকি নার্ভ চিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় নিজে ঘোরপাক খাচ্ছেন? পত্রিকায় আব্বাসীরা বলল ১১/০৩/২০১৪ইং তারিখে ঘনশ্যামপুরের মাহফিলে আব্বাসী সিরাজনগরীর বাহাসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সিরাজনগরীর কোন জায়গার বাহাসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল সেটার কোন নির্দিষ্ট দাগ খতিয়ান দিতে পারল না। তাদের অসহায় অবস্থা দেখে বলতে ইচ্ছা করে, পত্রিকায় টাকা দিয়ে না হয় মিথ্যা কথা প্রকাশ করা যায় কিন্তু

ক্যাসেটকে কি লুকানো যাবে? ১১ তারিখ আগে আসে না ১২ তারিখ আগে আসে? ১২ তারিখ সিরাজনগরী আব্বাসীর বাহাসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন ময়নাবাদ হাফিজিয়া মাদ্রাসার সুন্নি মহাসম্মেলনে। (নিয়ম মুয়াফিক তিনিই হবেন ২য় পক্ষ)। ১১ তারিখ আব্বাসী চ্যালেঞ্জ দিল ঘনশ্যামপুর লতিফিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার সম্মেলনে। (নিয়ম অনুযায়ী সেই হবে ১ম পক্ষ)। এখন আব্বাসীরা কোন ভয়ে দ্বিতীয় পক্ষ হতে চায়? ক্যাসেট ও এবং পত্রিকায় মিল আছে কি? এটা কি বেঈমানী নয়?

২. এনায়েত উল্লাহ আব্বাসী সিরাজনগরীকে না ছাড়বার জন্য নিজ ভক্তদের কড়াকড়ি নির্দেশ দিলেন। বাহাসের জন্য জোড় তাগিদ দিলেন। আ'লা হযরত ও সিরাজনগরীকে কাফের বললেন।

তাই আমরা দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলি– এনায়েত উল্লাহ আব্বাসীর বাহাসে বসতে এত ভয় কেন? বাহাসের জন্য যাকে আব্বাসী (?) দায়িত্ব দিলেন সে মিয়াছাব মধ্যস্থতাকারীগণকে এড়িয়ে চলেন কেন? তাহলে কি ভক্ত পরিবেষ্টিত আব্বাসী (?) সিংহের হুংকার ছেড়ে এবার ইদুরের গর্তে আত্মগোপন করলেন? অবস্থা দৃষ্টে কি তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না?

প্রিয় পাঠক! এনায়েত উল্লাহ আব্বাসী নামাযের মধ্যে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়ালও করা যাবে না বলে যে আকিদা প্রকাশ করেছে। এমনি উক্তির জন্য আজ থেকে প্রায় ত্রিশবছর পূর্বে ঐ এলাকায়ই 'কিরতাই' ওহাবি মাদ্রাসাকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। ত্রিশবছর পর আজ আবার মিলাদ-কিয়ামের ছদ্মাবরণে এনায়েত উল্লাহ সে ওহাবি আকিদাটাই জনগণের সামনে প্রকাশ করে নবী প্রেমিকদের অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আবার পত্রিকার মাধ্যমে ডাহা মিথ্যা লম্প ঝম্প করছে। একবার বলছে 'তারিখ আনতে গেল না শ্রীমঙ্গলের পীর' আরেক পত্রিকায় প্রকাশ করছে 'বাহাস অনুষ্ঠিত হল না'।

কোন দিন তারিখ হল? কোথায় তারিখ নেয়ার কথা ছিল? কোনটারই কোন হদিস নাই, যেখানে সেখানে পরস্পর বিরোধী সংবাদ প্রকাশ এবং প্রচার করাটা কার জন্য মানায়? পাঠকগণের বিবেচনায় বিষয়টি ছেড়ে দিলাম।

ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি অসত্য

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! গত ২৩/০৩/১৪ইং তারিখে 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় ৪র্থ পৃষ্ঠার ৭ ও ৮নং কলামে এতদ্বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি আকারে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটির শিরোনাম হলো নিম্নরূপ– **'জৈনপুরের পীরের কাছে বাহাসের তারিখ নিতে আসেনি শ্রীমঙ্গলের পীর'**।

বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ! বাস্তবতা এবং 'দৈনিক ইনকিলাবে' প্রকাশিত বানিজ্যিক সংবাদের শিরোনামের প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। কারণ বাহাসের মধ্যস্থতাকারীগণ পূর্বেই উল্লেখ করেছেন যে, বিগত ২০/০৩/২০১৪ইং তারিখে হোটেল আল-আমীনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে আল্লামা সিরাজনগরী বা তাঁর কেউ যাওয়ার কোন তারিখ বা বাহাসের তারিখ আনার কোন কথা কেউ দেয়নি, নেয়নি বা দেওয়ার কোন কারণও নাই। তারপরেও উদ্দেশ্যমূলক বানোয়াট শিরোনামের মিথ্যা সংবাদ দিয়ে জনগণকে ধোকা দিয়ে বোকা বানানোর এত জ্বলন্ত অপপ্রয়াস কেন? টাকা দিয়ে মিথ্যা বক্তব্য প্রকাশ করা গেলেও উপরোল্লেখিত বিষয় যা নিয়ে এক পর্যায়ে দু'পক্ষের মধ্যে বাহাস অনুষ্ঠানের মত একটি পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ দু'পক্ষই মিলিতভাবে নেয়ার কথা হয়েছিল, তাকি অতি সহজে স্থানীয় জনগণ ভুলে যাবে? কখনও না। উদিত সূর্যকে কোয়াশা যেমন ঢেকে রাখতে পারে না, তেমনি পত্রিকায় মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেও সরলপ্রাণ সুন্নি মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।

জৈনপুরের পীর এনায়েত উল্লাহ আব্বাসীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন আল্লামা সিরাজনগরী

আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর ১২/০৩/১৪ইং তারিখে চুনারুঘাট ময়নাবাদ হাফেজি মাদ্রাসার বার্ষিক সুন্নি মহা-সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিগত ১১/০৩/২০১৪ইং তারিখে কথিত জৈনপুরী পীর এনায়েত উল্লাহ আব্বাসীর দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলেন– "আমি ওহাবিপন্থী কথিত জৈনপুরী পীর এনায়েত উল্লাহ আব্বাসীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম ১১১১১১১/= (এগারো লক্ষ এগারো হাজার একশত এগারো টাকায়)। যেহেতু সে আমার বিরোদ্ধে প্রথম চ্যালেঞ্জ দিয়েছে সে কারণে চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী হিসেবে সে হলো প্রথমপক্ষ। আর যেহেতু আমি তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি, সেহেতু নিয়ম মুয়াফিক আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে দ্বিতীয়পক্ষ। অতঃপর তিনি বলেন– এখন জৈনপুরের কথিত পীর এনায়েত উল্লাহ আব্বাসীর কাছে জিজ্ঞাস্য, সে কি কি বিষয়বস্তুর উপর চ্যালেঞ্জ দিল, তা লিখিত আকারে স্বাক্ষরসহ ইকবাল মিয়াছাব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চুনারুঘাট উপজেলার সম্মানিত সভাপতি জনাব আলহাজ্ব আবুল হোসেন আকল মিয়া ও এলাকার মুরুব্বিয়ানদের মাধ্যমে তার লেখা স্বাক্ষরিত কাগজ আমার হস্তগত হলে, আমিও চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে লিখিত আকারে কাগজপত্র স্বাক্ষর করে ইকবাল মিয়াছাব ও জনাব আলহাজ্ব আবুল হোসেন আকল মিয়া সাহেবের মারফতে এবং এলাকার মুরুব্বিয়ানদের কাছে পেশ করব। তারপর উভয়পক্ষের লোকজনসহ বাহাসের স্থান, তারিখ ও অন্যান্য শর্তাবলী নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বাহাসের চ্যালেঞ্জ প্রদান ও গ্রহণ যেহেতু চুনারুঘাট উপজেলায় হয়েছে। তাই চুনারুঘাট ও হবিগঞ্জের স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বাহাসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তারপরও যখন আব্বাসীদের পক্ষ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না তখন **'দৈনিক সমকাল'** জাতীয় পত্রিকায় গত ০১/০৪/২০১৪ইং তারিখে আবারও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় যে, আব্বাসী কি কি বিষয়

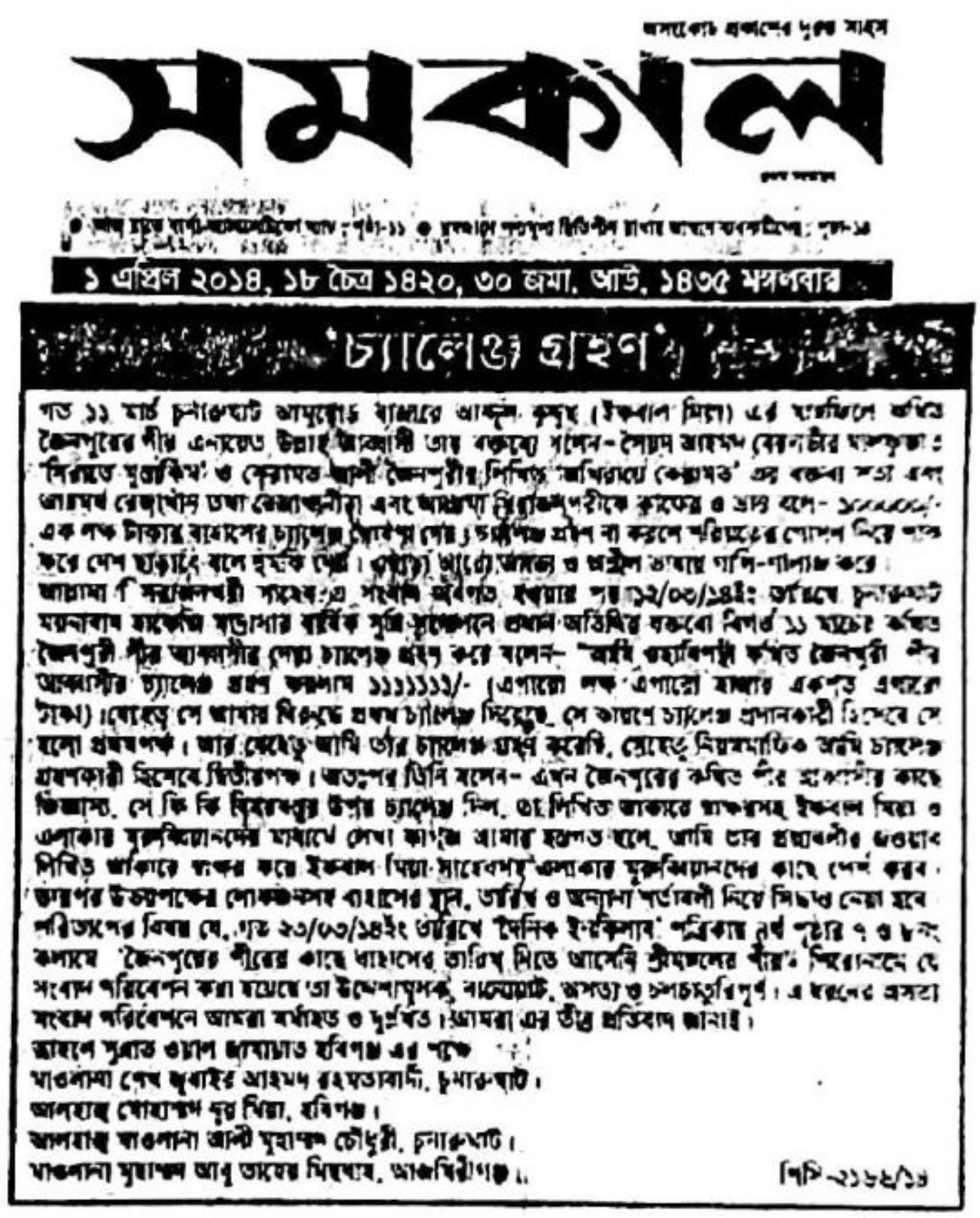

বস্তুর উপর বাহাস করতে চায়? অদ্যাবধি আব্বাসীদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের সাড়া শব্দ না পেয়ে পরিশেষে এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্যাবলী পত্রিকার রেফারেন্সসহ জনগণের সামনে তুলে ধরতে প্রয়াসী হলাম।

নিম্নে **'দৈনিক সমকাল'** পত্রিকার স্কেন প্রদত্ত হল–

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! ১৯৯৮ইং সনে যার দাড়ি ও গোঁফ গজায়নি ঐ ব্যক্তি নাকি চৌদ্দশত কিতাবের লেখক চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শাহ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী আলাইহির রহমতকে কাফের বলবে? ও আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব কিবলা (মা.জি.আ.) এর সাথে বাহাস করবে? এ যেন কলা গাছের ভেলা দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেয়ার মহড়া আর কি? ভেলা কিনারে ভিরবে কি? তাইতো বলা যায় 'পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়'।

আব্বাসীর জেনে রাখা উচিত সিরাজনগরীর পরিচয়। সিরাজনগরী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এক অতন্দ্র প্রহরী। এক মহা-আন্দোলনের রূপকার। তিনি যাকে ধরেন তাকে ছাড়েন না। আল্লামা সিরাজনগরীকে নিয়ে একটুখানি স্টাডি করে তাঁর জীবন ও কর্ম এবং সুন্নিয়তের বিশাল ময়দানে তাঁর অনবদ্য অবদান নিয়ে এনায়েত উল্লাহ আব্বাসী বিতর্কিত ডক্টরিয়েট ডিগ্রিকে কিছুটা কলঙ্ক মুক্ত করতে পারবেন বলে আমরা মনে করি। অর্জন করে বর্জন করুন। সিরাজনগরীকে জানুন, বুঝুন। তা না করে আব্বাসী (?) বাহাসের হুংকার দিয়ে আবার ইদুরের গর্তে লুকোচুরি করেন। তাই একজন বেরসিক বলেই ফেললেন– 'ধন্য বিড়াল চুলকালে তুই বাঘের কপালে'। সিরাজনগরী বাতিলের কাছে এক মহা-আতঙ্ক। এ ব্যাপারে সিন্দুরখাঁন বাজারের বাহাস, কর্মধার বাহাস, সাতাইহালের বাহাস, ইমামবাড়ির বাহাস, রাজনগরের বাহাস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রতিটি বাহাস, মোনাজারায় তিনি তাঁর দাবির স্বপক্ষে রায় ও জনমত লাভ করতে সক্ষম হন। তারা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য 'সত্যের কাছে মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

উপরোক্ত তথ্য পরিবেশনায়– ১. মাওলানা শেখ মোহাম্মদ মোশাহিদ আলী, হাজী আলিম উল্লাহ আলীয়া মাদ্রাসা, চুনারুঘাট, ২. মাওলানা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী, চুনারুঘাট, ৩. আলহাজ্ব মাওলানা শাহ জালাল আহমদ আখঞ্জী, আমরোড, চুনারুঘাট, ৪. আলহাজ্ব মাওলানা আলী মুহাম্মদ চৌধুরী, গোগাউড়া দাখিল মাদ্রাসা, চুনারুঘাট, ৫. আলহাজ্ব মাওলানা ইরফান আলী, মাধবপুর, দুর্গাপুর, ৫. মাওলানা আবু বকর, দুর্গাপুর।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি যে, সুন্নি ছদ্মাবরণে ওহাবি আকিদার স্বপক্ষে বক্তব্য রেখে সুন্নি মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার যে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল, আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব সে ষড়যন্ত্রকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে সুন্নি মুসলমানদের কাছে। এজন্য আমরা সাহেব কিবলা সিরাজনগরীর নেক হায়াত বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাই।

-প্রকাশকবৃন্দ

লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল ইজ্জত আল্লাহতা'য়ালার জন্য। দরূদ ও সালাম জানাই হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি হচ্ছেন আল্লাহপাকের মাহবুব ও বিশ্ব জাহানের রহমত।

পাঠকবৃন্দ! পাকিস্তান, ভারত ও আমাদের দেশের কিছু কিছু তরিকতের সিলসিলায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী, মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী ও মৌং ইসমাইল দেহলভীর অনুসারীরা উল্লেখিত তরিকতের শায়েখদের বিভিন্ন কিতাবাদীতে নবী বিদ্বেষীর বিভিন্ন প্রমাণাদি থাকা সত্বেও তাদের অন্ধ ভক্তরা তাদেরকে সুন্নি আকিদায় বিশ্বাসী বলে সত্যকে জেনেও না জানার, দেখেও না দেখার ভান ধরে সত্যকে গোপন করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। ইদানীংকালে সালাফি স্টাইলে বক্তৃতাকারী বিদআতি ওহাবি কথিত জৈনপুরের পীর আব্বাসী নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের বদ আকিদাগুলো বিভিন্ন কিতাবাদী যেমন– 'তাকভীয়াতুল ঈমান' 'সিরাতে মুস্তাকিম' ও 'জখিরায়ে কারামত' প্রমূখ কিতাবাদীতে রয়েছে। তারা জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্য প্রকাশ্যভাবে এ বদ-আকিদাগুলো প্রচার না করলেও বর্তমানকালে তাদেরই এজেন্ট কথিত পীর আব্বাসী জনসম্মুখে উক্ত কিতাবাদীর বাতিল আকিদাগুলো প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এতে দেশের সরলপ্রাণ সুন্নি মুসলমানগণ জেনে গেছে এদের আসল পরিচয় কি? তাদের বদ-আকিদাগুলোর মধ্যে একটি আকিদা হচ্ছে– **'নামাযের মধ্যে আল্লাহর পর যে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থান সে নূর নবীর খেয়ালও করা যাবে না।'** (ঘনশ্যামপুরে আব্বাসীর ওয়াজের ক্যাসেট).

অথচ বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ্ ওলি উল্লাহ্ আলাইহির রহমত তদীয় حجة الله البالغة নামক কিতাবের ২য় জিলদের ২৯ পৃষ্ঠায় الامور التى لابد منها فى الصلوة 'ঐ কার্যাদির বর্ণনা যা নামাযের ভিতরে অতীব প্রয়োজন' অধ্যায়ে উল্লেখ করেন-

ثم اختر بعده السلام على النبى تنويها بذكره واثباتا للاقرار برسالته واداء لبعض حقوقه ثم عمم بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فاذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح فى السماء والارض ثم امر بالتشهد لانه اعظم الاذكار-

অর্থাৎ 'তিনি বলেন- অতঃপর (নামাযে আত্তাহিয়াত পাঠ করাকালীন অবস্থায়) আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি সালাম পেশ করবে (অর্থাৎ বলবে আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবী) যেন হাবিবে খোদার জিকির তা'জিম বা সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর রেসালতের স্বীকারোক্তি হয়ে যায়। (নামাযের ভিতরে সালাম পেশ করার দরুন) এতে আল্লাহর হাবিবের কিছুটা হক আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর সালাম তা'মিম বা ব্যাপকভাবে পেশ করবে। (অর্থাৎ বলবে আসসালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদাল্লাহিস সালেহীন) আমাদের উপর সালাম এবং সকল নেক বান্দাদের উপর সালাম। তিনি বলেন- যখন কোন ব্যক্তি এভাবে সালাম পেশ করে থাকে, তার এ সালাম আসমান ও জমিনে অবস্থানরত সকল নেক বান্দাদের উপর পৌছে যায়। এজন্য তাশাহহুদের হুকুম নামাযের ভিতরে প্রচলন করা হলো, কেননা ইহা হল সকল জিকিরের চেয়ে উত্তম জিকির।'

অনুরূপ সিলেটের আধ্যাত্মিক সম্রাট হযরত শাহ্ জালাল ইয়ামনী আলাইহির রহমত এর দাদাপীর শায়খ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি আলাইহির রহমত (ওফাত ৬৩২ হিজরি) তদীয় عوارف المعارف নামক কিতাবের ৪৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

ويسلم على النبى صلى الله عليه وسلم ويمثله بين عينى قلبه-

অর্থাৎ 'মুসাল্লি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সুরত মোবারককে তার অন্তরচক্ষুর সামনে চিত্রিত করেই নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে সালাম পেশ করবে।'

উপরোক্ত দলিলভত্তিক আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো 'আত্তাহিয়্যাত' পাঠ করাকালে আল্লাহর হাবিবকে সম্বোধন করে তা'জিমের সাথে সালাম পেশ করতে হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'জিমই মহান আল্লাহর বন্দেগি এবং এ কথা স্মরণ রাখতে হবে আল্লাহ হচ্ছেন খালিক বা সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর হাবিব হচ্ছেন আল্লাহতা'য়ালার সৃষ্টি যার তুলনা বা নজির সৃষ্টিজগতে নেই। আল্লাহ হচ্ছেন কাদীম তাঁর হাবিব হচ্ছেন হাদীছ। হাদীছ কস্মিনকালেও ওয়াজিব তা'য়ালার সঙ্গে একীভূত হওয়া অসম্ভব।

এতে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন সহকারী অধ্যাপক মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম আল-কাদেরী, আরবি প্রভাষক মাওলানা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা মুফতি শেখ শিব্বির আহমদ, হাজী আলীম উল্লাহ আলীয়া মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক মাওলানা শেখ মোহাম্মদ মোশাহিদ আলী ও গোগাউড়া দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা আলী মুহাম্মদ চৌধুরী। উল্লেখ্য যে, যারা আমার পক্ষ থেকে তরিকতের খেলাফতপ্রাপ্ত হয়েছেন তন্মধ্যে উপরোক্ত পাঁচজন এর অন্তর্ভুক্ত।

পরিশেষে বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে যাদের আর্থিক সহযোগিতায় বইটি প্রকাশ পেল আল্লাহ যেন সংশ্লিষ্ট সকলের নেক মাকসুদ কবুল করে আমাদের সবাইকে শাফিউল মুজনিবীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিদার নসিব করেন। আমিন।

লেখক

তথাকথিত জৈনপুরের পীর আব্বাসীর জঘণ্য বক্তব্যের জবাব

প্রকাশ থাকে যে, আকিদা হলো ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যাদের বদ আকিদা রয়েছে তারা যতই আমল করুক না কেন তাদের সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আকিদার ব্যাপারে আপসের কোন সুযোগ নাই। সঠিক আকিদা গ্রহণ করা আর বাতিল আকিদা পরিহার করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা করলে পাপ হবে কিন্তু আকিদার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করলে ঈমান হারা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তথাকথিত এনায়েত উল্লাহ আব্বাসীর বক্তব্যের যে বাতিল আকিদা প্রকাশ পেয়েছে তার জবাব নিম্নে প্রদত্ত হলো।

নবী প্রেমিক সুন্নি মুসলমানদের জেনে রাখা অতীব প্রয়োজন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে মিলাদ-কিয়ামের ছদ্মাবরণে ওহাবিয়ত প্রচারের নব্য কৌশল অবলম্বনকারী তথাকথিত পীর এনায়েত উল্লাহ আব্বাসী বলেন– 'নামাযের মধ্যে আল্লাহর পর যে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থান সে নূর নবীর খেয়ালও করা যাবে না।' এ ঘৃণ্য শরিয়তবিরোধী ঈমান বিধ্বংশী আকিদা মাইকে প্রচার করে সে সর্ব প্রথম বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়ে পরক্ষণে সে দ্বিতীয় পক্ষ হওয়ার দাবি করে পত্রিকায় প্রকাশ করল কেন? এজন্য যে, তার সিলসিলার মূল পীর জৈনপুরী কেরামত আলীর ভ্রান্ত ফতোয়ারই অনুসরণ করছে। কারণ তাদের বদ-আকিদা হলো পীর গোনাহে কবিরাতে লিপ্ত থাকলেও পীর ঠিক থাকে। অর্থাৎ তাদের কাছে মিথ্যা কথা বলা যা গোনাহে কবিরা এতে কোন দোষ নেই। কারণ তার উর্ধ্বতন সিলসিলার পীর কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেব 'জখিরায়ে কেরামত' ১/২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

اور اگر اپنی مرشد میں جس سے بیعت کرچکا ہے عقیدے کا فساد نہ پاوے اگر چہ وہ مرشد گناہ کبیرہ میں گرفتار ہو تو اسکے بیعت کے علاقے کو نہ چھوڑے۔

ভাবার্থঃ আপনি যে মুর্শিদ বা পীরের নিকট বায়আত গ্রহণ করেছেন (মুরিদ হয়েছেন) তার মধ্যে যদি আকিদাসংক্রান্ত মাসআলার মধ্যে কোন ফাসিদ আকিদা না থাকে, এ ধরনের পীর ও মুর্শিদ যদিও কবিরা গোনাহে লিপ্ত থাকেন, এমতাবস্থায়ও তার বায়আত এর এলাকা ছাড়বে না অর্থাৎ তাকে মুর্শিদ হিসেবে মানবে। এ কবিরা গোনাহে লিপ্ত থাকার দরুণ এ মুর্শিদকে ত্যাগ করে অন্য কোন মুর্শিদের আশ্রয় নিবে না।'

এনায়েত উল্লাহ তার পীরের ফতোয়ায় বিশ্বাসী হয়ে এরূপ ডাহা মিথ্যা কথা (তথা বাহাসের ১ম পক্ষ হয়ে ২য় পক্ষ দাবি করা) বলে তার আসল পরিচয় তুলে ধরেছে। কারণ জৈনপুরীদের নিকট মিথ্যা বলা কোন দোষের কারণ হতে পারে না। (নাউজুবিল্লাহ)

এনায়েত উল্লাহ 'নামাযে নবীর খেয়ালও করা যাবে না' বলে যে আকিদা উদগীরন করেছে তা তাদের পীর কেরামত আলী জৈনপুরীর 'জখিরায়ে কেরামত' ১ম খণ্ডের ২৩১ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত এবারতের অনুকরণে বলতে সাহাস করেছে–

ظلمات بعضها فوق بعض اندہیرے میں ایک پر ایک وسواس میں فرق ہوتا ہے کوئ کم برا ہوتاہے کوئ بہت برا مثلا زنا کے وسواس سے اپنے زوجہ سے مجامعت کا خیال بہتر ہے اور قصد کر کے اپنے پیرکا خیال نماز میں کرنا اور مانند اسکے دوسرے بزرگوں کا خیال کرنا اور اپنے دل کو اسی طرف متوجہ کرنا گاؤخر کی صورت کے خیال میں غرق ہونے سے کہیں زیادہ براہے بلکہ اس مقام میں خود حضرت جناب رسالتمآب کے خیال کا کام نہیں کیونکہ بزرگوں کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ آدمی کے دل میں چبھ جاتا ہے بخلاف گاؤ خرکے خیال کے کہ نہ اسقدر دل میں چھپتاہے اور نہ اسقدر تعظیم ہوتی ہے بلکہ اسکو اپنے خیال میں حقیر اور ذلیل جانتاہے اور یہ تعظیم اور بزرگی اللہ کے

سوا دوسرے کی جوہے سو جب نماز میں اس کی طرف دل متوجہ ہورہتا ہے اور اسکو اپنا مقصود سمجہتاہے تب شرک کی طرف لیجاتاہے ۔

(বাংলা যখীরায়ে কেরামত ১ম খণ্ড যীনাতুল মুছল্লী, মুলঃ আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী জৈনপুরী, অনুবাদঃ মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান, প্রকাশনায়ঃ ছারছীনা লাইব্রেরী, ৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০, তৃতীয় প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০১১ইং, এর হুবহু বাংলা অনুবাদ প্রদত্ত হলো)

অর্থাৎ 'কোন অন্ধকার কোন অন্ধকারের ওপরে। (অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যেও যেমন কম বেশি পার্থক্য থাকে) ওয়াসওয়াসাও অল্প খারাপ ও বেশি খারাপের পার্থক্য আছে। যেমন ব্যভিচারের ওয়াসওয়াসা হতে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলনের ধ্যান কিছুটা ভাল। ইচ্ছা করে নামাযের মধ্যে নিজের পীরের ধ্যান করা এবং এমনি ধরণের কোন বুজুর্গ ব্যক্তির খেয়াল করা ও নিজের অন্তরকে ঐ দিকে ধাবিত করা গরু-মহিষের ভাবার চেয়েও বেশি খারাপ। এমনকি ঐ স্থানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধ্যান ও খেয়াল করাও কাজের কথা নয়। কেননা নিজের অন্তরে সম্মানের সাথে বুজুর্গানদের ধ্যান করা গরু-মহিষের চেয়েও খারাপ। তবে নামাযের মধ্যে আল্লাহ ব্যতিত অন্তরে তাজিমের সাথে যে জিনিসের স্থান হয়েছে সেটিকে নিজের মকসুদ মনে করলে তাই শিরকের দিকে নিয়ে যায়। (নাউজুবিল্লাহ)

জৈনপুরী কেরামত আলীর পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মলফুজাত মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর লিখিত 'সিরাতে মুস্তাকিম' ফার্সি ৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

بمقتضای ظلمات بعضها فوق بعض ازوسوسئہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتراست وصرف ہمت بسوی شیخ وامثال آن ازمعظمین گوجناب رسالتمآب باشند بچندیں مرتبہ بدترا ازاستغراق در صورت گاؤخر خوداست کہ خیال آن تعظیم واجلال بسوید ای دل انسان می چسپد

بخلاف خیال گاؤخر کہ نہ آن چسپید گی می بود ونہ تعظیم بلکہ ان محقری میبود واین تعظیم واجلال غیر کہ در نماز ملحوظ ومقصود میشود بشرک میکشد۔

লিখক ইসমাইল দেহলভী তার পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের 'মলফুজাত' বা বক্তব্য 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবের উর্দু অনুবাদ, তিনি নিজেই করেছেন। উপরোক্ত ফার্সি এবারতটুকুর উর্দু অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল (সিরাতে মুস্তাকিম উর্দু ১৬৭ পৃষ্ঠা)

ہاں بمقتضائے ظلمات بعضها فوق بعض زناکے وسوسے اپنے بیبی کی مجامعت کا خیال بہترہے اور شیخ یا اسی جیسے اور بزگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کے صورت میں مستقرق ہونے سے براہے کیونکہ شیخ کاخیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتہ انسان کے دل میں چمٹ جاتاہے اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتاہے اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھیج کرلے جاتی ہے-

(مکتبہ تھانوی دیوبند 'মাকতাবায়ে থানবী দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত)

উপরোল্লেখিত ফার্সি/উর্দু এবারতের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ–

ظلمات بعضها فوق بعض 'জুলমাতুন বা'দুহা ফাউকা বা'দিন' এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে নামাযে যিনার ওয়াস ওয়াসা বা খারাপ ধ্যান হতে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাসের খেয়াল ভাল। শায়খ বা কোন বুজুর্গানের প্রতি, এমনকি স্বয়ং রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হোন না কেন? নিজের হিম্মত বা ইরাদাকে ঐদিকে ধাবিত করা, নিজের গরু-গাধার সুরতে (আকৃতির খেয়ালে) ডুবে থাকার চেয়েও অধিক খারাপ। কেননা শায়খ এর খেয়াল (এমনকি

রাসূলেপাকের খেয়াল) তো শ্রদ্ধা ও সসম্মানে মানুষের অন্তরে এসে থাকে। পক্ষান্তরে গরু-গাধার খেয়ালে এ ধরনের আকর্ষণ ও তা'জিম আসে না। বরং এগুলো তুচ্ছ ও ঘৃণার সাথে খেয়াল এসে থাকে। তাই নামাযের মধ্যে এ ধরনের অন্যের (আল্লাহ ছাড়া অন্যের বুজুর্গানের এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর তা'জিম বা সম্মান শিরকের দিকে ধাবিত করে নিয়ে যায়।' العياذ بالله

উল্লেখিত এবারতের কয়েক লাইন পরে লেখা আছে–

بلکہ بعض تو حضور کے سائہ خیالات سے خالی پڑھی تھیں اور بعض خیالات سے الودہ ہو گئ تھیں تو وسوسہ والی رکعتون میں سے ہر ایک رکعت کے بدلے چار رکعتین ادا کرے

অর্থাৎ কোন কোন মুসল্লি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল ছাড়াই নামায আদায় করে থাকেন। আবার কারো অনিচ্ছা সত্বেও হুজুরের খেয়াল নামাযে এসে পড়ে। অনিচ্ছা সত্বেও নামাযে হুজুরের খেয়াল এসে গেলে শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দিয়েছে মনে করতে হবে। ওয়াসওয়াসার দরুন যে রাকআতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল এসে পড়ে এমন এক রাকাআত নামাযের পরবর্তী চার রাকাআত আদায় করতে হবে।

সিরাতে মুস্তাকিম নামক বিতর্কিত কিতাবের উপরিলিখিত এবারতের সারসংক্ষেপ হল এই–

ক. নামাযে যিনার ধারণার চেয়ে স্ত্রী সহবাসের খেয়াল ভাল। (নাউজুবিল্লাহ)

খ. নামাযের মধ্যে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল করার চেয়ে নিজের গরু-গাধার প্রতি খেয়াল করা ভাল। এমনকি নামাযে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল করলে নামাযি মুশরিক হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

গ. স্বেচ্ছায় নামাযের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেয়াল করলে নামাযতো হবেই না বরং শিরিক হবে। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে নামাযে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

খেয়াল যদি এসে যায়, তাহলে এক রাকাআতের পরিবর্তে চার রাকাআত নামায আদায় করতে হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

পর্যালোচনা

এখন সমস্যা হল যখন মুসল্লি নামাযের কেরাতে কোরআন শরীফের আয়াত তিলাওয়াত করবে, যেমন–

محمد رسول الله- هو الذى ارسل رسوله لقد جاء كم رسول- وما تلك بيمينك يا موسى-

তখন অবশ্যই নবী, রাসূলগণ আলাইহি মুসসালাম এর খেয়াল আসবে। আর আত্তাহিয়্যাতের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দেওয়ার সময় বলতে হবে السلام عليك ايها النبى এবং দরূদে ইব্রাহিমী পড়ার সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ইব্রাহিম আলাইহি মুসসালাম এর খেয়াল অবশ্যই আসবে। এখন মুশকিলের ব্যাপার হল যদি সিরাতে মুস্তাকিমের উপরিলিখিত ভাষ্য ও দাবি শুদ্ধ হয়, তাহলে মুসল্লি নামাযে রাসূলেপাকের খেয়াল তা'জিমের সাথে করলে মুশরিক হবে। অপরদিকে নবী রাসূলের খেয়াল অবজ্ঞার সাথে করলে সর্বসম্মতিক্রমে কুফুরি হবে। এমতাবস্থায় নামাযি ব্যক্তি কী করে ঈমান রক্ষা করবে? মোটকথা সিরাতে মুসতাকিমে উপরিলিখিত ভাষ্য ও দাবি চড়ম বিভ্রান্তিকর ও ইসলাম বিরোধী আকিদা তা সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে ইসলামী আকিদা হল– নামাযের মধ্যে তাশাহহুদ অথবা তিলাওয়াতে কালামে পাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম মোবারক আসলে রাসূল হিসেবে খেয়াল ও তা'জিম করতে হবে।

নামাযে নবীজীর খেয়াল

দলিল– ১

নামাযে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল তা'জিমের সাথে করাই আল্লাহপাকের বন্দেগি এ সম্পর্কে হাদিসে কারীমা লক্ষ্য করুন–

حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى انس بن مالك الانصارى وكان تبع النبى صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه ان ابا بكر كان يصلى لهم فى وجع النبى صلى الله عليه وسلم الذى توفى فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف فى الصلوة فكشف النبى صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر الينا وهو قائم كان وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان تفتتن من الفرح برؤية النبى صلى الله عليه وسلم فنكص ابو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن ان النبى صلى الله عليه وسلم خارج الى الصلوة فاشار الينا النبى صلى الله عليه وسلم ان اتموا صلاتكم وارخى الستر فتوفى من يومه صلى الله عليه وسلم. (بخارى شريف ص ۹۴-۱/۹۳)

ভাবার্থ: 'হযরত আনাস ইবনে মালিক আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর (আক্বিদা ও আমলের) পূর্ণ অনুসারী ছিলেন এবং একাধারে দশ বৎসর আল্লাহর হাবীবের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন আর তিনি তাঁর একজন জলিল কদর সাহাবিও ছিলেন।

তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তিম রোগ থাকাকালীন অবস্থায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরামগণকে নিয়ে (ইমাম হয়ে) নামায আদায় করতেন।

অবশেষে সোমবার দিনে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইমামতিতে সাহাবায়ে কেরামগণ নামাযরত অবস্থায়

কাতারবন্দী ছিলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা শরীফের পর্দা উঠিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের দিকে তাকালেন। এ সময়ে তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) চেহারা মোবারক মাসহাফ তথা কোরআন কারীমের স্বচ্ছ পৃষ্ঠার ন্যায় ঝলমল করছিল। অতঃপর তিনি মুচকি হাসছিলেন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী চেহারা মোবারক দর্শনে আমরা (সাহাবায়ে কেরামগণ) স্বেচ্ছায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হুজরা মোবারক থেকে) নামাযের জামায়াতে আসবেন এ ভেবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু (ইমামতির স্থান থেকে) পিছন দিকে সরে নামাযের প্রথম কাতারে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইশারায় বললেন اتموا صلاتكم তোমরা অসম্পূর্ণ নামাযকে পূর্ণ করে নাও। অতঃপর আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা মোবারক ফেলে দিলেন।

সে দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত শরীফ হয়েছিল। (বোখারী শরীফ ১/৯৩ পৃ.)

উপরোক্ত হাদিসশরীফের মাধ্যমে শরিয়তের যে কয়েকটি মাসআলা প্রমাণিত হলো তা নিম্নরূপ–

১. হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অন্তিম বিমারশরীফে শয্যাশায়িত ছিলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সতের, সহিহ রেওয়ায়েতে একুশ ওয়াক্তের নামাযের জমায়াতে আল্লাহর হাবিবের নির্দেশ মোতাবেক ইমামতি করেছেন। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতশরীফের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুই হলেন তাঁর সর্বপ্রথম খলিফা। যাকে খলিফাতুর রাসূল বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। (اصح السير 'আছাহহুছ ছিয়র')

২. সাহাবায়ে কেরামগণ যখন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইমামতিতে সোমবার দিনে ফজরের ফরয নামাযের

জামায়াতে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিলেন। ঝুলন্ত পর্দা আবৃত হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় পর্দা উঠিয়ে উক্ত জামায়াতের দিকে নূরানী হাস্যোজ্জ্বল চেহারা মোবারক নিয়ে তাকালেন। এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কেরামগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে নামাযের কাজকর্ম স্থগিত রেখে আল্লাহর হাবীবের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং আনন্দে আত্মহারা হলেন। আর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর হাবীবের দর্শনে ইমামতির স্থান থেকে পিছনের দিকে প্রথম কাতারে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো– হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল ও তা'জিম সাহাবায়ে কেরামগণ নামাযের ভিতরেই করেছেন কেননা নামাযের ভিতরে তা'জিমের সঙ্গে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল করাই আল্লাহর বন্দেগি।

৩. যখন নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা মোবারকে পর্দার ভিতরে ছিলেন, এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কেরামগণ মসজিদে নববীতে ফজরের ফরয নামাযের জামাত হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতির মাধ্যমে পড়তেছিলেন। যে মুহূর্তে হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা উঠিয়ে নামাযের জামাতের দিকে থাকালেন এবং সাহাবায়ে কেরামগণ আল্লাহর হাবিবকে দেখতে পেলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামগণ নামাযের কাজকর্ম স্থগিত করে নবীর তা'জিমে তাঁর দিকে মুখ ফিরে নবীর মহব্বতে স্বেচ্ছায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

আবার যখন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা মোবারক ফেলে দিলেন এবং অসম্পূর্ণ নামায আদায়ের নির্দেশ দিলেন, তখনই সাহাবায়ে কেরামগণ বাকী নামায সম্পূর্ণ করলেন। এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো– নবীকে দেখতে না পেলে নামায, রাসূলের ইমামতি ব্যতিরেকেই আদায় করবে। এতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। আর যখনই রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা

যাবে, নামায স্থগিত রেখে রাসূলের ইমামতি গ্রহণ করতে হবে এটাই আদব।

এ প্রসঙ্গে কোন কোন বাতিলপন্থীরা প্রশ্ন তোলে যে, যদি আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেককারের যানাযায় হাজির হয়ে থাকেন, তাহলে হাবিবে খোদার ইমামতি ছাড়া নামায পড়া হয় কেন? এর উত্তরে আমরা বলব– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির হওয়া স্বত্ত্বেও আমরা চাক্ষুস তাঁকে দেখি না, তাই নিজেদের ইমামতির মাধ্যমে নামায সম্পন্ন করি। যদি আমরা আল্লাহর হাবিবকে চাক্ষুস দেখতাম, তাহলে নামাযে যানাযা স্থগিত করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতিতে নামায আদায় করতাম। যেমনিভাবে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাতের অতি নিকটবর্তী হুজরা মোবারকে পর্দা আবৃত অবস্থায় হাজির থাকা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতিতে সাহাবায়ে কেরামগণ মসজিদে নববীতে নামায পড়তেছিলেন। আর আল্লাহর নবী যখন পর্দা মোবারক সরিয়ে জামাতের দিকে থাকালেন এবং সাহাবায়ে কেরামগণ আল্লাহর হাবিবের দর্শনে ধন্য হলেন তখনই সকল সাহাবায়ে কেরাম নামাযের কাজকর্ম স্থগিত করে আল্লাহর হাবিবের নূরানী চেহারা মোবারক দেখে দেখে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। অপরদিকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর হাবিবের ইমামতির মাধ্যমে নামায আদায় করবেন ধারণায় ইমামতির স্থান ছেড়ে পেছনের কাতারে প্রত্যাবর্তন করলেন।

আবার যখন হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসম্পূর্ণ নামায সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে হুজরা মোবারকের পর্দা ফেলে দিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামগণ চাক্ষুসভাবে নবীকে দেখতে পেলেন না, এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কেরামগণ আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আন মামতিতে নামায সম্পন্ন করলেন।

সুতরাং নেককারের যানাযাতে নবীর আগমন সত্য যেহেতু আমরা নবীকে চর্ম চক্ষুতে দেখি না, এজন্য আমরা নিজেদের ইমামতিতেই নামায আদায় করে থাকি। যদি নবীকে চাক্ষুসভাবে দেখার নসিব

আমাদের হয়ে যেত তাহলে সাহাবায়ে কেরামগণের অনুকরণে নবীর ইমামতিতেই আমারা নামায আদায় করে নিতাম।

দলিল- ২

عن ابى حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلوة فجاء المؤذن الى ابى بكر فقال اتصلى للناس فاقيم قال نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فى الصلوة فتخلص حتى وقف فى الصف فصفق الناس وكان ابوبكر لايلتفت فى صفوته فلما اكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك فرفع ابوبكر يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استاخر ابو بكر حتى استوى فى الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذا امرتك فقال ابو بكر ما كان لابن ابى قحافة ان يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى رأيتكم اكثر ثم التصفيق من نابه شئ فى صلاته فليسبح

فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء. (بخارى شريف ١/٩٤)

ভাবার্থ: 'হযরত সাহাল ইবনে সা'দ সাঈদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নিশ্চয় একদা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে আউফ গোত্রের একটি বিবাদ মিমাংসার জন্য তাদের বস্তিতে তাশরীফ নিয়েছিলেন, এদিকে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন মোয়াজ্জিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট গিয়ে অবস্থা ব্যক্ত করে বললেন, আপনি জামায়াত পড়াইয়া নিন। এতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্মতি জ্ঞাপন করে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তখন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমাম হয়ে নামায আরম্ভ করলেন।

এমতাবস্থায় রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় তাশরীফ আনলেন, যখন সাহাবায়ে কেরাম নামাযরত অবস্থায় ছিলেন।

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনের কাতারগুলো অতিক্রম করে প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন, সে সময় (হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলেপাকের আগমন অবগত করানো জন্য) কিছু সংখ্যক মুসল্লী (সাহাবায়ে কেরাম) হাতের উপর হাত মেরে শব্দ করলেন।

(উল্লেখ্য যে) হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে ফিরে থাকাতেন না। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম নামাযরত অবস্থায় যখন হাততালি দিতে লাগলেন তখন তিনি (আবু বকর) ফিরে তাকিয়ে আল্লাহর হাবীবকে দেখতে পেলেন। (এবং তৎক্ষণাৎই তিনি পিছনের দিকে সরে যেতে লাগলেন)

(এমতাবস্থায়) রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (আবু বকরকে) নিজের অবস্থানে স্থির থাকতে ইশারায় নির্দেশ দিলেন। রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইশারার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দুইহাত উত্তোলন করে আল্লাহপাকের প্রশংসা করে পিছনে ফিরে প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গিয়ে ইমামতি করে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন হে আবু বকর! আমার নির্দেশ পালনে কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছিল? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, আবু কুহাফার পুত্রের জন্য আল্লাহর হাবীবের সামনে দাঁড়িয়ে (নিজে ইমাম হয়ে) নামায আদায় করা শোভা পায় না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামগণের উদ্দেশ্যে বললেন– আমি তোমাদেরকে (নামাযের ভিতরে) হাতে তালি দিতে দেখলাম, ব্যাপার কি? শোন! নামাযের মধ্যে যদি কাউকে কোন কিছু থেকে ফিরাতে হয় তাহলে (পুরুষগণ) 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। সুবহানাল্লাহ বললেই তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে। আর হাতে তালি দেওয়া তো মহিলাদের জন্য। (কেননা মহিলাদের কণ্ঠস্বর বেগানা পুরুষদের শুনানো অনুচিত। (বোখারশরীফ ১/৯৪ পৃ.)

উপরোক্ত হাদিসশরীফ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো–

১. নামাযরত অবস্থায় সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল তা'জিমের সাথে ইচ্ছা করেই করেছেন। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাতার ভেদ করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম নামাযরত অবস্থায় কাতার ফাঁক করে দিয়েছিলেন যাতে সামনে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়।
২. নামাযের ভিতরে ইচ্ছা করে তা'জিমের সাথে রাসূলেপাকের খেয়াল করাই সাহাবায়ে কেরামগণের আক্বিদা ও আমল। এজন্যই তো হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ ইমামতির স্থান ছেড়ে পিছনের কাতারে স্বেচ্ছায় তা'জিম রক্ষার জন্য এসে দাঁড়ালেন এবং নামাযের ভিতরেই নিজের ইমামতি স্থগিত করে আল্লাহর হাবীবকে ইমামতি দিয়ে দিলেন, আর আল্লাহর হাবীবও স্বেচ্ছায় ইমামতি করে নামায সমাপন করলেন।

দেখুন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে ছিলেন ইমাম, আল্লাহর হাবিব নামাযের জামায়াতে আসার দরুণ নিজে ইমামতি ছেড়ে আল্লাহর হাবিবকে ইমামতি দিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ! দেখলেন তো নামাযের ভিতরে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর হাবীবকে কিভাবে স্বেচ্ছায় তা'জিম করলেন।

এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো– নামাযের ভিতরে আল্লাহর হাবিবের তা'জিমই আল্লাহর বন্দেগী।

৩. সুতরাং যারা বলে নামাযে ইচ্ছা করে তা'জিমের সাথে আল্লাহর রাসূলের খেয়াল করলে মুশরিক হবে এবং অনিচ্ছায় খেয়াল এসে পড়লে যে রাকাআতে খেয়াল আসল এ এক রাকাতের স্থলে চার রাকাআত নফল নামায আদায় করতে হবে। এ রকম বিভ্রান্তিকর ফতওয়া দ্বারা সাহাবায়ে কেরামগণ মুশরিক সাব্যস্থ হয়ে যান। (নাউজুবিল্লাহ) যা ইসলামবিরোধী আক্বিদা।

এরূপ ঘৃণ্য ফতওয়া দিয়েছেন মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী জখিরায়ে কেরামত ১/২৩১ পৃষ্ঠা, বাংলা জখিরায়ে কেরামত ১ম খণ্ড ২৯-৩০ পৃষ্ঠা। সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মলফুজাত এবং মাওলানা ইসমাঈল দেহলভীর লিখিত কিতাব সিরাতে মুস্তাকিম ১৬৭-১৬৮ পৃষ্ঠা।

দলিল– ৩

আল্লামা ইমাম গাজ্জালী আলাইহির রহমত এহইয়ায়ে উলুমিদ্দিন কিতারেব ১ম জিলদের ৯৯ পৃষ্ঠায় বাতেনি শর্তের বয়ানে লিখেছেন–

واحضر فى قلبك النبى صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم وقل السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته–

অর্থঃ তোমরা ক্বলব বা অন্তরে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং তাঁর পবিত্র দেহাকৃতিকে উপস্থিত জানবে এবং বলবে 'আস সালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

দলিল– ৪

পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বজন স্বীকৃত আলেমকুল শিরোমণি শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী আলাইহির রহমত লিখিত 'মাদারিজুন নবুয়ত' কিতাবের ১ম জিলদের ১৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

ازجملہ خصائص ایں رانیز ذکر کردہ اندکہ مصلے خطاب میکند آنحضرت راصلی اللہ علیہ وسلم بقول خود السلام علیک ایھا النبی وخطاب نمیکند غیر اورا۔

অর্থাৎ 'রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফাযায়েলের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসল্লিগণ নামাযের মধ্যে আসসালামু আলাইকা আইয়হান্নাবীউ' পাঠকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করবে অন্য কারো প্রতি নয়।'

উপরোক্ত 'আশিয়াতুল লুমআত' শরহে মেশকাত এর ১ম জিলদের ৪০১ পৃষ্ঠায় শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী আলাইহির রহমত আরো উল্লেখ করেছেন–

وبعض ازعارفاء گفتہ اند کہ ایں خطاب بجہت سریان حقیقت محمدیہ است درذرائر موجودات وافراد ممکنات پس انحضرت درذات مصلیاں موجود وحاضراست۔

অর্থাৎ কোন কোন আরিফ ব্যক্তিগণ বলেছেন, নামাযে 'আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ' বলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন রীতির প্রচলন এ জন্যই করা হয়েছে যে, হাকিকতে মোহাম্মদীয়া বা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল সত্ত্বা সৃষ্টিকুলের অণুপরমাণুতে এমনকি সম্ভবপর প্রত্যেক কিছুতেই ব্যাপৃত। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযিগণের সত্ত্বার মধ্যে বিদ্যমান ও হাজির আছেন।

দলিল– ৫

দুররে মুখতার' হাশিয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ডের ৪৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

ويقصد بالفاظ التشهد الانشاء كانه يحى على الله ويسلم على نبيه نفسه لا الاخبار–

অর্থাৎ 'নামাযে 'তাশাহহুদ' পাঠকালে মুসল্লিগণ উদ্দেশ্য নিবে 'ইনশা' এর 'এখবারের' নয় অর্থাৎ কথাগুলি যেন তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি নিজেই যেন আপন প্রতিপালকের প্রতি শ্রদ্ধ নিবেদন করছেন এবং স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে সালাম আরজ করছেন। উক্ত এবারতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে 'ফাতাওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে–

اى لا يقصد الاخبار والحكاية عما وقع فى المعراج منه صلى الله عليه وسلم ومن ربه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام–

অর্থাৎ 'তাশাহহুদ' পাঠের সময় নামাযির যেন এ নিয়ত না হয় যে, তিনি শুধুমাত্র মে'রাজের অলৌকিক ঘটনাটি স্মরণ করে সে সময়কার মহা প্রভু আল্লাহ, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফেরেশতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথনের বাক্যগুলো প্রকাশ করে যাচ্ছেন। বরং তার নিয়ত হবে কথাগুলো যেন তিনি নিজেই বলছেন। স্বনামধন্য ফকিহগণের উপরিলিখিত ভাষ্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, নামাযের তাশাহহুদে এ সালাম পেশ করাকালীন তা'জিমের সাথে একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি খেয়াল করতে হবে। অন্য কারো প্রতি নয়। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্খায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব।

স মা প্ত

পীরে তরিকত রাহনুমায়ে শরিয়ত হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী সাহেব কিবলার লিখিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থসমূহ পাঠ করুন এবং ঈমান ও আমলকে মজবুত করুন।

১। আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয়
২। হাকিকতে মিলাদ বা মিলাদ শরীফের মূলতত্ত্ব
৩। কোরআন-ছুন্নাহর দৃষ্টিতে হাজের ও নাজের
৪। শরিয়তের দৃষ্টিতে পীর মুরিদী
৫। ওহাবীদের মূল খারেজীদের ইতিকথা
৬। মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা
৭। আহলে ছুন্নাত বনাম আহলে বিদআত
৮। তাফছিরাতে আছরারুল কোরআন
৯। ওহাবী ও তাবলীগীদের গোপন কথা
১০। রোজার মাছাঈল
১১। একনজরে হজ্জ উমরা ও জিয়ারতে মদিনা মুনাওয়ারা
১২। আ'মালুল মুছলিমীন
১৩। নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমাদের মত মানুষ?
১৪। গোলাবী ওহাবীদের গোপনকথা
১৫। ফাতাওয়ায়ে মমতাজিয়া
১৬। তাশরীহুল আহাদীছ
১৭। মুস্তাখাবুত তাজবীদ
১৮। তাবলীগে রাছুল বনাম তাবলীগে ইলিয়াছী
১৯। বয়াতে রাসূলই বয়াতে খোদা
২০। নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
২১। কাযা নামায আদায়ের বিধান
২২। ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম এর আবির্ভাব
২৩। লাইলাতুল বারাআত বা শবে বরাত
২৪। জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী
২৫। বয়াতে রাসূল রেজায়ে খোদা
২৬। তাকবীলুল ইবহামাইন
২৭। তাফসিরে সূরায়ে নসর
২৮। খাসি ও বলদ কোরবানীর ফাতাওয়া
২৯। যানাযা নামাযের পর দোয়া
৩০। সমবেত কণ্ঠে উচ্চ আওয়াজে দরূদ ও সালাম পাঠ করা উত্তম
৩১। হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী
৩২। হেফাজত আমীরের মুখোশ উন্মোচন
৩৩। ইজহারে হক্ব
৩৪। বাংলা ও আসামে ওহাবী মতবাদের অনুপ্রবেশ
৩৫। ওহাবিয়ত প্রচারে নবকৌশল
৩৬। আনওয়ারে মদিনা
৩৭। ফাতাওয়ায়ে মমতাজিয়া (২য় খণ্ড)